জীবনবাণী

রবিবাসরীয়

'দু' তিনজন লোক আমার নাম নিয়ে যখন
যেখানে মিলিত হয়, আমি সেখানেই আছি!'

সাধারণ কালের ২৩শ রবিবার

৬ই সেপ্টেম্বর ২০২০ - ২০শে ভাদ্র ১৪২৮ - রবিবার - সবুজ

খ্রীষ্টযজ্ঞের ভূমিকা

যদিও আমরা সবাই সমাজে নিজেদের মতো জীবন যাপন করি, তবুও খ্রীষ্টমণ্ডলীর সদস্য-সদস্যা হয়ে আমাদের বিভিন্ন ভূমিকা পালন করা অত্যাবশ্যক। কারণ যীশুর অনুগামী হয়ে আমরা তো সমাজে যা-ইচ্ছে করতে পারব না, অনেক সময় নিজেদের পছন্দ-অপছন্দের বাইরে গিয়ে আমাদের ভাইবোনদের সঙ্গে এমন এক মেলবন্ধন গড়ে তুলতে হবে, যা আমাদের সামাজিক জীবন আরও অর্থপূর্ণ করে তুলতে পারে। তাই আমাদের 'ব্যক্তিগত গণ্ডি' পেরিয়ে গিয়েই আমাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে এমন এক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে, যাতে আমরা সবার সঙ্গে সুখে ও শান্তিতে বসবাস করতে পারি।

একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, মণ্ডলীর সদস্য হিসাবে আমরা যীশুর আধ্যাত্মিক দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হয়ে থাকি আর এই ভাবে আমরা সবাই হয়ে উঠি একই পরিবারের - আসলে ঈশ্বরেরই পরিবারের - অঙ্গ হয়ে উঠি। তাই এক রকম বলতে গেলে, আমরা সবাই আমাদের ভাইবোনদের 'রক্ষক', কারণ এই মণ্ডলীতে প্রত্যেকের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই জন্যেই আমাদের ভাইবোনদের জন্যে আমাদেরও দায়িত্ব নিতে হবে। অসহায় মানুষের প্রতি অত্যাচার, যেমন শিশুদের ওপর, নারীদের ওপর, বৃদ্ধবৃদ্ধার ওপর আমাদের অমানবিক আচার আচরণ শুধুমাত্র নিন্দনীয় তা নয়, তা প্রকৃত খ্রীষ্টবিশ্বাসীর আচরণ হতে পারে না, কারণ যীশু তো আমাদের শিখিয়েছিলেন, আমরা যেন একে অপরের কাছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই, তাদের ন্যায্য অধিকারের জন্যে পাশে দাঁড়াই। তাই পরস্পরের প্রতি আমাদের দায়িত্ববোধ খ্রীষ্টমণ্ডলীর এক অনিবার্য চাহিদা হিসাবে আজকের পাঠগুলি তুলে ধরে, আর সকলের কাছে তা কাম্য।

প্রথম পাঠের ভূমিকা ঃ

আজকের প্রথম পাঠে আমাদের বলা হচ্ছে প্রাক্তন সন্ধিকালে প্রবক্তার বিশেষ ভূমিকার কথা। প্রবক্তা এজেকিয়েলকে বাবিলনের নির্বাসনের সময় রাজা নেবুকাডনেজার খ্রীষ্টপূর্ব ৫৯৭ সালে জেরুসালেম থেকে বন্দী করে নিয়ে যান। প্রবক্তার সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় যুদার রাজা যেহোয়াকিনকেও। যদিও ঈশ্বর প্রবক্তাকে বলে দেন যে, তাঁকে হতে হবে ইস্রায়েল বংশের কাছে প্রহরীর মতো, যাতে তাদের কোনও অমঙ্গল না হয়, কিন্তু এখানে তো আমরা দেখতে পাই প্রবক্তাকেও অন্যদের সঙ্গে নির্বাসনে যেতে হচ্ছে। এখানে প্রবক্তার কাজ হল লোকদের কাছে ঈশ্বরের বাণী শোনানো, তাদের ভুল সংশোধন করতে সাহায্য করা। অন্য কথায় বলতে গেলে, ইস্রায়েল জাতির মানুষদের দায়িত্ব এবার প্রবক্তার হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। তবে লোকেরা যদি প্রবক্তার কথা শুনে সংশোধন না করে, তাহলে তার জন্যে প্রবক্তাকে দায়ী হতে হবে না। তবে প্রবক্তা যদি পাপী মানুষকে সেই পথ থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য না করেন, তাহলে তার জন্যে প্রবক্তাকেই দায়িত্ব নিতে হবে। মণ্ডলীতেও তো আমাদের ভাইবোনদের ভাল-মন্দের দায়িত্ব আমাদেরও নেওয়ার জন্যে আহবান করা হয়!

প্রথম পাঠ ঃ প্রবক্তা এজেকিয়েলের গ্রন্থ ৩৩. ৭-৯

একদিন আমার প্রতি উচ্চারিত হল ভগবানের এই বাণী ঃ "মানবপুত্র, আমি তোমাকে ইস্রায়েল-বংশের প্রহরী-পদে নিযুক্ত করেছি। আমার মুখ থেকে যখনই তুমি কোন বাণী শুনতে পাবে, তখনই আমার হয়ে তাদের সতর্ক করে দেবে।

আমি যদি কখনো কোন দুর্জনকে বলি ঃ 'ওহে দুর্জন, তোমাকে মরতেই হবে!', আর তখন সেই দুর্জনের অমন আচরণ ছাড়ানোর জন্যে তুমি যদি তাকে সতর্ক করে দিতে কিছুই না বল, তাহলে তার ওই সব অপরাধের জন্যে তাকে তো মরতেই হবে; তবে তার মৃত্যুর জন্যে জবাবদিহি আমি কিন্তু তোমার কাছেই চাইব।

এদিকে দুর্জন যাতে তার অমন আচরণ ছেড়ে ফিরে আসে, সেইজন্যে তুমি যদি তাকে সতর্ক করে দাও, আর সে যদি তবুও তার অমন আচরণ ছেড়ে ফিরে না আসে, তাহলে তার ওই অপরাধের জন্যে তাকে তো মরতেই হবে। সে ক্ষেত্রে তুমি কিন্তু নিজের প্রাণ রক্ষা করতে পারবে।''

সামসঙ্গীত ৯৫. ১-২, ৬-৯

ধুয়ো ঃআমরা যেন প্রভুর বাণী আজ কান পেতে শুনি, আমরা যেন হৃদয়-দুয়ার বন্ধ ক'রে না রাখি !

ভগবানের সম্মানে, এসো, হর্ষধ্বনি করি,
আমাদের ত্রাণশৈল যিনি, এসো,
তাঁর নামে জয়ধ্বনি তুলি!
চল, স্তুতিগান গাইতে-গাইতে তাঁর কাছে যাই,
স্তোত্রগান গেয়ে তাঁর জয়ধ্বনি তুলি!

আমরা প্রণত হই, এসো, প্রণিপাত করি;
আমাদের সৃষ্টিকর্তা ভগবান যিনি,
এসো, তাঁর শ্রীচরণে নতজানু হই!
মনে রেখো, আমাদের ঈশ্বর তিনি;
আমরা সবাই তাঁরই পালিত জনগণ,
তাঁরই চালিত মেষপাল।

আহা, তোমরা যেন আজ তাঁর এই কথা
মন দিয়ে শোন ঃ
''মনটা পাষাণ করে তুলো না তোমরা,
যেমনটি করেছিলে সেই মেরিবায়,
যেমনটি করেছিলে মরুদেশে
সেই মাস্সায় থাকার সময়ে!
তোমাদের পিতৃপুরুষেরা কিনা সেদিন
আমাকে যাচাই করেছিল,
আমার সমস্ত কাজ প্রত্যক্ষ ক'রেও
আমাকে কিনা পরখ করেছিল!''

দ্বিতীয় পাঠের ভূমিকা ঃ

সাধু পল রোমীয়দের কাছে তাঁর পত্রে খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করার পর, এবার তিনি যারা খ্রীষ্টবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে, তাদের আবেদন জানাচ্ছেন, তারা যেন তাদের বৈধ সামাজিক নেতাদের প্রতি অনুগত হয়, কারণ মোশীর দেওয়া বিধান পালনের মাধ্যমে কেউ পরিত্রাণ লাভ করতে পারে না। তাহলে আমরা কী ভাবে পরিত্রাণ লাভ করতে পারি, তার এক ব্যবহারী দৃষ্টান্ত তিনি তুলে ধরেন। তারা যদি সত্যি সত্যিই বিধানের আদেশ পালন করে পরিত্রাণ লাভ করতে চায়, তাহলে তারা যেন একে অপরকে ভালবাসে, কারণ এর মধ্যে নিহিত আছে সমস্ত বিধানের আদেশ। ঈশ্বরকে যদি জানা না যায় ও তাঁকে যদি ভালবাসা যায় না, তাহলে আমাদের পারস্পরিক ভালবাসার কোনও ভিত্তিই থাকত না। আসলে আমরা একে অপরকে ভালবাসি, কারণ প্রত্যেকের মধ্যে ঈশ্বর আছেন।

দ্বিতীয় পাঠ ঃ রোমীয় ১৩. ৮-১০

প্রিয়জনেরা, তোমরা কারও কাছে কোন ঋণ রেখো না, শুধু পরস্পরের প্রতি ভালবাসার ঋণ ছাড়া, কারণ প্রতিবেশীকে যে ভালবাসে, সে তো ঐশ বিধানের সমস্ত দাবি মিটিয়ে দিয়েছে। কেন না ঈশ্বর এই যেসব আদেশ দিয়েছেন ঃ ''তুমি ব্যভিচার করবে না, নরহত্যা করবে না, চুরি করবে না, লোভ করবে না'', আর অন্য যা-কিছু আদেশ তিনি দিয়ে রেখেছেন, সবগুলি কিন্তু সংক্ষেপে এই একটি আদেশের মধ্যেই ব্যক্ত ঃ ''তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের মতোই ভালবাসবে!'' ভালবাসা প্রতিবেশীর কোন ক্ষতি করে না কখনো। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ভালবাসা সত্যিই বিধানের সমস্ত দাবি মিটিয়ে দেয়।

বাণীবন্দনা

জয় জয়, প্রভুর জয় !
খ্রীষ্টের মধ্যে স্বয়ং ঈশ্বর ঘটালেন
নিজের সঙ্গে পুনর্মিলন;
সেই বাণী প্রচারের ভার আমাদেরই হাতে
তিনি করলেন অর্পণ।
জয় জয়, প্রভুর জয় !

মঙ্গলসমাচার পাঠের ভূমিকা

আজকের মঙ্গলসমাচার ভ্রাতৃ সংশোধনের প্রসঙ্গে আলোচনা করে। কি ভাবে আমরা মণ্ডলীর সদস্যদের ভুলত্রুটি সংশোধন করতে পারি, তা কিন্তু আমাদের কাছে সহজ বিষয় নয়, কারণ আমাদের তো প্রভু যীশুর কথাও মনে রাখতে হবে, যাতে আমরা যেন কাউকে বিচার না করি। কাউকে বিচার করার পূর্বে আমরা যেন প্রথমে নিজেদের দিকে তাকিয়ে দেখি। যদিও ক্ষমার প্রসঙ্গে যীশুর একটি বাণীর ওপর ভিত্তি করা ছিল এই নির্দেশ, তবুও মথি সেটাই বিস্তারিত ভাবে এই পাঠে তুলে ধরছেন, আর এই ভ্রাতৃ-সংশোধনের চারটি ধাপ আলোচনা করা হচ্ছে, যার মধ্য দিয়ে আমরা মণ্ডলীর সদস্যদের প্রভুর আগমনের জন্যে প্রস্তুত করে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহযোগিতা করতে পারি। আমাদের ভাইবোনদের কাছে আমাদের দায় দায়িত্ব কোনও মতে কম নয়, কারণ আমরা সবাই প্রভুর মধ্য দিয়ে একই পরিবারের সদস্য হয়ে উঠেছি, তাই একে অপরের ভালমন্দ বুঝে-সুঝে আমাদের চলতে হবে, যাতে আমরা সর্বদা অন্যের মঙ্গল সাধন করতে পারি, সবাইকে আগলে রাখি!

মঙ্গলসমাচার ঃ মথি ১৮. ১৫-২০

যীশু একদিন তাঁর শিষ্যদের বললেন ঃ "তোমার ভাই যদি কোন অন্যায় করে, তবে তুমি গিয়ে, যেখানে শুধু তুমি আর সে-ই আছ, সেখানেই তাকে তার অন্যায়টা বুঝিয়ে দাও। সে যদি তোমার কথা শোনে, তার মানেই, তুমি তোমার ভাইকে ফেরাতে পেরেছ।

কিন্তু সে যদি না শোনে, তাহলে তুমি বরং দু' একজনকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও, যাতে দু'তিনজন সাক্ষীর সাহায্যেই সমস্ত ব্যাপাটার একটা নিষ্পত্তি হতে পারে। সে যদি তাদের কথাও শুনতে না চায়, তাহলে তুমি বরং মণ্ডলীকেই সব কথা জানাও। আর সে যদি মণ্ডলীর কথাও শুনতে না চায়, তাহলে তুমি বরং তার সঙ্গে এমন ব্যবহারই কর, সে যেন কোন বিধর্মী বা কোন করগ্রাহক!

আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, পৃথিবীতে তোমরা যা-কিছু বেঁধে রাখবে, স্বর্গেও তা বেঁধে রাখা হবে; আর পৃথিবীতে তোমরা যা-কিছুর বাঁধ, ন খুলে দেবে, স্বর্গেও তার বাঁধন খুলে দেওয়া হবে।

এ কথাও আমি তোমাদের ব'লে রাখছি ঃ তোমাদের মধ্যে দু'জন যদি এই পৃথিবীতে কোন-কিছুর জন্যে একমন হয়ে প্রার্থনা জানায়, তাহলে স্বর্গে বিরাজমান আমার পিতা তাদের সেই প্রার্থনা নিশ্চয়ই পূর্ণ করবেন; কেন না দু' তিনজন লোক আমার নাম নিয়ে যখন যেখানে মিলিত হয়, আমি সেখানেই আছি, তাদের মাঝখানেই আছি।"

উপদেশের জন্যে টিকা ঃ

খ্রীষ্টীয় জীবনের একটি মূল স্তম্ভ হল ভ্রাতৃপ্রেম। যীশু তাঁর শিষ্যদের কাছে শুধুমাত্র একটি আদেশ দিয়ে যান। মোশী যে বিধানের আদেশ হিসাবে অনেক নির্দেশ দিয়েছিলেন, যীশু যেন তার বিপরীত কাজ করেন। যীশু জানতেন, তিনি যদি তাঁর শিষ্যদের অনেক আদেশ দেন, সেগুলি পালন করতে গিয়ে তাঁরা হিমশিম খেয়ে যাবেন। তাই তিনি তাঁদের জীবন সুখী করে তোলার জন্যে, তাঁদের জীবন অর্থপূর্ণ করে তোলার জন্যে একটি মাত্র আদেশ দিয়ে যান ঃ আমি তোমাদের যে-ভাবে ভালবেসেছি, তেমনি তোমরাও পরস্পরকে ভালবাসবে (যোহন ১৫ঃ১২)। আমরা যদি যীশুর এই একটি আদেশ রাখতে পারি, তাহলে তার আওতায় পড়তে যীশুর অন্য সমস্ত নির্দেশ।

আজকের তিনটি পাঠ আমাদের সামনে তুলে ধরে এই শিক্ষা যে, আমাদের অন্তরে যদি প্রতিবেশীর

জন্যে থাকে ভালবাসা, তাহলে তাদের কল্যাণের কথা ভাবতে, তাদের মঙ্গল সাধন করতে আমাদের একটুও দ্বিধা লাগবে না। তখন আমাদের অভাবী ও অসহায় ভাইবোনদের জন্যে দায়িত্ব নিতে আমরা খুশি হয়ে এগিয়ে আসব। তখন তারা আমাদের কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে না, বরং যীশুর আদেশ পালন করার একটি পথ হিসাবে মনে হবে।

প্রথম পাঠে প্রবক্তা এজেকিয়েল মনে করিয়ে দিচ্ছেন নিজের জন্যে ও আমাদের জন্যে ঈশ্বরের সতর্কবার্তা। আমরা একে অপরের জন্যে দায়ী। ঈশ্বরের কাছে আবেলের হত্যাকাণ্ডের পর কাইনের প্রশ্ন ঃ আমার ভাইয়ের জন্যে আমি কি দায়ী? আজ হয়তো আমাদেরও প্রশ্ন হয়ে থাকে। কেন আমার ভাইবোনের জন্যে আমাকে দায়িত্ব নিতে হবে? তবে আমরা যদি ঈশ্বরের বাণী শুনতে নারাজ, তাঁর বাণীর আহবানে সাড়া দিয়ে মনপরিবর্তন না করি, তাহলে আমাদের দোষী সাব্যস্ত করা যেতে পারে এবং তার জন্যে আমাদের শাস্তিও ভোগ করতে হবে। আমার ভাইবোনকে সত্য ও ন্যায়ের পথে নিয়ে আসার দায়িত্ব আমার আছে। আমি একা সত্য ও ন্যায়ের পথে চলব, তাতে হবে না, অন্যদেরও সেই পথে নিয়ে যেতে আমাকে সচেষ্ট হতে হবে, তাহলে বোঝা যাবে যে, আমি সত্যি আমার ভাইবোনদের নিজের মতোই ভালবাসি, আর এই ভাবে সত্য হবে প্রভু যীশুর সেই ভালবাসার আদর্শ।

লাওদাতো সী পালকীয় পত্রে পুণ্যপিতা ফ্রান্সিস উল্লেখ করেন যে, এই পৃথিবীর সব কিছুর মধ্যে একটি মিলনসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। তাই এক করম বলতে গেলে, এই পৃথিবীর নরনারী সকলে এক প্রেমের বাঁধনে আবদ্ধ, তাই আমাদের একে অপরের ওপর নির্ভর করে চলতে হয়। তাই আজ ঈশ্বরের বাণী আমাদের আহবান করে, আমরা যেন সকলের সঙ্গে আমাদের মেলবন্ধন আটুট করে রাখতে পারি। এই মেলবন্ধন শুধুমাত্র একে অপরের সঙ্গে নয়, বরং সমস্ত সৃষ্টিরও সঙ্গে। তখনই আমরা শুনতে পাব 'এই পৃথিবীর ও দীনদুঃখী মানুষের আর্তনাদ' (লাউদাতো সী, নং ৪৯)।

আমরা কী ভাবে দীনদুঃখী মানুষের আর্তনাদ শুনতে পাই? আমাদের চারিদিকে আমরা লক্ষ্য করতে পারি কত শত মানুষ অনাহারে তিলে তিলে মরছে, অগণিত শিশু পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে শৈশবেই মারা যায়। আজও অনেক মানুষ গৃহহীন, উদ্বাস্তুদের শোচনীয় পরিস্থিতির দিকে কেউ যেন কর্ণপাত করে না। তাই আজ আমাদের ভেবে দেখতে হবে, এমন সামাজিক অপরাধগুলির হাত থেকে রেহাই পেতে গেলে, আমাদের পক্ষে যা-কিছু সম্ভব তা করতে এগিয়ে আসতে হবে। তাহলে আমাদের ভাইবোনদের জন্যে সেই অন্তিম বিচারের দিনে আমাদের শাস্তি ভোগ করতে হবে না।

দ্বিতীয় পাঠে সাধু পল স্পষ্ট করেই আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন, যীশুর সমস্ত আদেশ একটি আদেশের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে ঃ ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা ও নিজের মতো প্রতিবেশীকেও ভালবাসা। আমরা যদি এই একটি আদেশ মনপ্রাণ দিয়ে পূরণ করতে পারি, তা হলে পরিত্রাণ লাভ করার জন্যে আর কিছু করার প্রয়োজন হবে না। কারণ এই আদেশের মধ্যে নিহিত আছে অন্তিম বিচারের সময় যীশু আমাদের যে মাপকাঠি দিয়ে বিচার করবেন, তারই ব্যাখ্যা। ভালবাসা থাকলেই আমরা ক্ষুধার্তকে খেতে দেব, তৃষ্ণার্তকে জল খেতে দেব, উলঙ্গকে কাপড় পরিয়ে দেব, অসুস্থ মানুষের সেবাযত্ন করতে পারব, কারারুদ্ধকে আপন করে সাক্ষাৎ করে আসব।

তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে, এই পৃথিবীতে সমস্ত কিছু জড়িয়ে আছে। আমরা চাইলেও নিজেদের একঘর করে নিতে পারব না। আমরা সবাই এই পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে যুক্ত আছি। শুধু মানুষের সঙ্গে নয়, প্রকৃতিরও সঙ্গে। আমরা যদি হাওয়া-বাতাস, জল, স্থল, বর্ষের বিভিন্ন ঋতুকে দু'হাত বাড়িয়ে বরণ না করি, তাহলে আমরা কী করে বলতে পারব আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের ভালবাসি? তাই আমাদের পারস্পরিক ভালবাসা নিজেদের কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে, শুধুমাত্র মুখের কথায় নয়। সেই দায়িত্ব পূরণ করতে গেলে ঈশ্বরের সৃষ্টিরও আমাদের যত্ন নিতে হবে।

মঙ্গলসমাচার পাঠে যীশু আমাদের সামনে ভ্রাতৃ সংশোধনের চারটি ধাপ তুলে ধরেন। সপ্তদশ

শতাব্দীর একজন ইংরেজী কবি জন ডন লিখেছিলেন, 'কোনও মানুষ এক দ্বীপ নয়, সে নিজের পরিপূরক নয়।' কি ভাবে মণ্ডলীতে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখা যায়, তার একটি পদ্ধতি যীশু এই পাঠে তুলে ধরছেন। এমন পদ্ধতি আমাদের সামনে তুলে ধরার প্রধান উদ্দেশ্য হল, দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে আমরা সবাই হয়ে উঠেছি ভাইবোন, আর এই ভাবে একে অপরের জন্যে দায়িত্ব নিতেও এগিয়ে এসেছি। আমাদের মধ্যে কেউ যদি ভুলত্রুটি করে, তাহল তাকে কি ভাবে ভাল পথে নিয়ে আসা যায়, তা নিয়ে যীশু আলোকপাত করেন। একে অপরের ভুল ত্রুটি সংশোধন করার চারটি ধাপ যীশু তুলে ধরছেন, তা নিয়ে এখন আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করি!

প্রথম ধাপ হল মুখোমুখি হওয়া। অনেক সময় যারা আমাদের বিরুদ্ধে অন্যায় কাজ করেছে, তাদের তেমন কাজের কথা ভেবে আমরা দুঃখ করি, বা দুশ্চিন্তা করি, তা কিন্তু আমাদের পক্ষে ক্ষতিকারক। যারা অন্যায় কাজ করেছে, তাদের সেই ব্যবহারের কথা সকলকে জাগিয়ে গুজব রটানোও ঠিক নয়। তাই প্রথম ধাপ যা যীশু প্রস্তাব করেন, তা হল অন্যায়কারীর মুখোমুখি হওয়া এবং তার দোষ ভালবাসা নিয়ে দেখিয়ে দেওয়া। যে অন্যায় কাজ করেছে, তাকে বুঝতে হবে যে, সে অন্যায় কাজ করেছে, কাউকে ক্ষতি করেছে। এই ভাবে দু'জন যদি মুখোমুখি হয়, তাহলে অনেক সময় সমস্যার সমাধান হতে পারে। মহাপুরুষ আব্রাহাম লিঙ্কন বলেছিলেন, শুধুমাত্র সে কাউকে নিয়ে সমালোচনা করতে পারে, যার অন্যদের সাহায্য করার হৃদয় আছে।

দ্বিতীয় ধাপ হল বোঝাপড়া বা আলাপালোচনা। প্রথম ধাপে যদি সমস্যার সমাধান না হয় আর অন্যায়কারী যদি নিজের দোষ স্বীকার না করে, তা কিন্তু অন্যদের আরও বিপদে ফেলতে পারে, বিশেষ করে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে তার প্রভাব কিন্তু একেবারে বিপজ্জনক হতে পারে। এই রকম অবস্থায় তারা বিভিন্ন আপত্তিকর অভ্যাসের শিকার হতে পারে, যেমন চুরি, ডাকাতি, নেশা, মদ্যপান করা, আত্মহত্যা বা গর্ভপাতের কথা ভাবা, আরও কত আচরণের কথা তারা ভাবতে পারে। তাই এই ধাপে বিভিন্ন প্রমাণ বা সাক্ষীদের তাদের সামনে তুলে ধরে নিজের দোষ স্বীকার করতে সাহায্য করতে হবে, এই ভাবে পুনর্মিলন যেন সম্পাদিত হয়। অবশ্য অন্য সাক্ষীদের কথা তো কেউ সহজে অস্বীকার করতে পারে না। তাই রাবীরা বলতেন, একা কাউকে বিচার করো না, কারণ ঈশ্বর ছাড়া কেউ একা বিচার করতে পারে না।

তৃতীয় ধাপ হল মধ্যস্থতা করা। এখানে সমগ্র মণ্ডলী অন্যায়কারীকে পুরো ব্যাপারটা মেনে নিতে সাহায্য করবে, আর প্রয়োজন হলে তার মুখোমুখি হবে। কোনও আদলতে যাওয়ার আগে মণ্ডলীর মধ্যে অনেক সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করা যায়। আসলে মণ্ডলীতে প্রার্থনা, ভালবাসা, ঐশ বাণীর আলোকে অন্যায়কারীর মন পরিবর্তনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। এমন সব কিছুর পর যদি অন্যায়কারী নিজের দোষ স্বীকার না করে, তা হলে মণ্ডলী আর কিছু করতে পারে না।

চতুর্থ ধাপ হল বহিষ্কার করা, কারণ যে লোক মণ্ডলীর প্রস্তাবও খারিজ করে দেয়, তাকে নিয়ে আর কিছু করা যায় না। এবার তাকে কোনও বিজাতীয় বা করগ্রাহকের মতো বহিষ্কার করা হবে। অন্য কথায়, তেমন লোককে মণ্ডলী থেকে বের করে দেওয়া হবে, যাতে মণ্ডলীর সদস্যদের সঙ্গে তার আর কোনও সম্পর্ক থাকবে না। আসলে এমন চরম দণ্ড কাউকে দণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে নয়, বরং আর কোনও উপায় নেই বলেই গ্রহণ করা উচিত।

করি টেন বুম জীবনে কোনওদিন ভুলতে পারেন না রাভেনসব্রুক বন্দি-শিবিরের কথা, কারণ অনেক বছর পরেও তিনি যখন সেখানে যেসব জঘন্য অত্যাচার ও নির্যাতন চলত, তা মরে করলে তিনি শিহরিত হয়ে ওঠেন। সেখানে তো ৯৫ হাজার মহিলাকে নির্মম ভাবে আগুনে পুড়িয়ে বা গ্যাস কক্ষে দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে করি মিউনিখের একটি গির্জায় বক্তব্য রাখছিলেন, তখন সেই গির্জায় উপস্থিত ছিল রাভেনসব্রুক বন্দি-শিবিরের একজন রক্ষী। সেই লোকটি করির কাছে কথা বলতে আসে। 'আমি খ্রীষ্টান হয়েছি। আমার বিশ্বাস, জীবনে আমি যেসব জঘন্য কাজ করেছি, তার জন্যে ক্ষমা করে দিয়েছেন, কিন্তু আমি সেকথা

আপনার মুখ থেকেও শুনতে চাই। ফ্রাউলেইন, আপনি কি আমাকে ক্ষমা করবেন?' সেই মুহূর্তে করির মনে এক দ্বন্দ্ব জেগে ওঠে। ঈশ্বরের আত্মিক সাহায্যে তিনি লোকটিকে ক্ষমা করে দেন। তাঁর মনের তিক্ত অনুভূতিকে কাটাতে যীশুর কাছে তাঁকে শরণাপন্ন হতে হয়। তিনি দেখতে পাচ্ছেন, সেই প্রাক্তন-রক্ষীর হাত তাঁর দিকে প্রসারিত, তার পর যীশুর সাহায্য নিয়ে তিনিও তাঁর হাত বাড়িয়ে দেন। তিনি তাকে বলেন, 'ভাই, আমার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আমি তোমাকে ক্ষমা করছি'। পরে করি বলেন যে, পবিত্র আত্মারই দেওয়া শক্তিতে তিনি সেই কাজ করতে পেরেছিলেন, কারণ তিনি তো করির অন্তরে ঈশ্বরের ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলেন। আমরা ভাবতে পারি না অন্য কোনও ভাবে ক্ষমার কথা ভাবা যায়। ঈশ্বরের দেওয়া শক্তি ও সাহস নিয়েই আমরা একে অপরকে ক্ষমা করতে পারি!

আজকের পাঠগুলির ভিত্তিতে আমরা জীবনের জন্যে কী শিক্ষা পেতে পারি? প্রথমত, আমাদের মেনে নিতে হবে যে, আমাদের ভাইবোনদের জন্যে আমরাই রক্ষী, তাই তাদের সাহায্য করতে, প্রয়োজনে তাদের পাশে দাঁড়াতে দ্বিধা বোধ করা চলে না। আমাদের ভাইবোনদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব রয়েছে, তা পূরণ করতে খুশি হয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

দ্বিতীয়ত, আমরা যখন একসঙ্গে যীশুর নামে একজোট হই, তখন আমাদের মধ্যে স্বয়ং যীশু উপস্থিত থাকেন, আর সেটাই তো আমাদের বড় এক শক্তি। তাই যীশুর নামে আমরা সবাই যদি একসঙ্গে এসে প্রার্থনা করি, তাঁকে ডাকি, তাহলে আমাদের মধ্যেও দেখা যাবে নানা অলৌকিক ঘটনা।

সার্বজনীন প্রার্থনা ঃ

যাজক ঃ আমাদের জীবনে এমন কোনও সমস্যা নেই, যা আমরা ভালবাসা দিয়ে সমাধান করতে পারি না। আজকের পাঠগুলি আমাদের মনে করিয়ে দেয় ভালবাসা দিয়েই আমরা অসম্ভবকেও সম্ভব করে তুলতে পারি। তাই আসুন আমাদের করুণাময় পিতার কাছে আমাদের সকল প্রার্থনা ও আবেদন তুলে ধরে একসঙ্গে বলি, **হে মঙ্গলময়, আমাদের ডাকে সাড়া দাও!**

১। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া কাথলিক মণ্ডলীর জন্যে প্রার্থনা করি, পরম করুণাময় পিতা যেন এই সংকটের দিনগুলিতে সকল মানুষের অন্তরে আশার দীপ জ্বালিয়ে দিয়ে, ভালবাসার স্পর্শ দিয়ে সকলকে আপন করে নেবার শক্তি প্রদান করেন। আসুন, তার জন্যে আমরা ঈশ্বরকে ডাকি।

২। পিতা ঈশ্বর যেন আশীর্বাদ করেন পোপ ফ্রান্সিস, আমাদের মহা/ধর্মপাল ----, অন্যান্য ধর্মপাল, ফাদার, সিস্টার, ব্রাদার ও কাটিকিস্টদের, যাতে তাঁরা যেন যীশুর ভালবাসা দিয়ে দুর্জনকেও সত্য পথে নিয়ে আসতে সচেষ্ট হন। আসুন, তার জন্যে প্রার্থনা করি।

৩। আমাদের দেশ ও অন্যান্য দেশের নেতাদের জন্যে প্রার্থনা করি, তাঁরা যেন নিঃস্বার্থ ভাবে সকল মানুষের সেবা করে চলেন, বিশেষ করে আমাদের সমাজে পিছিয়ে পড়ে থাকা মানুষের পাশে দাঁড়ান, তাদের কাছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। আসুন, তার জন্যে প্রার্থনা করি।

৪। অভাবগ্রস্ত, দুঃখপীড়িত ও যন্ত্রণায় কাতর, নিঃসঙ্গ, নানা দুরারোগ্য রোগব্যাধিতে ভুগছে, এমন সকল মানুষের কল্যাণ কামনায় ঈশ্বরকে ডাকি, প্রেমময় পিতা যেন তাদের দুঃখ ও কষ্টে, অভাবে ও অনটনে তাদের পাশে দাঁড়ান, তাদের সুখ ও শান্তি দান করেন। আসুন, তার জন্যে প্রার্থনা করি।

৫। এখানে সমবেত ক্ষুদ্র মণ্ডলীর জন্যে প্রার্থনা করি, আমরা যেন একে অপরের দোষত্রুটি অন্তর দিয়ে স্বীকার করে মণ্ডলীর সাহায্যে সেগুলি শুধরে নিয়ে সকলের কল্যাণ সাধন করতে প্রয়াসী হই। আসুন তার জন্যে প্রভুকে ডাকি।

যাজক ঃ হে মঙ্গলময় পিতা, আমরা তোমার সন্তান তাই আমাদের প্রভু যীশুর শেখানো ভালবাসার আদর্শ অবলম্বন করে তোমারই দিখে এগিয়ে চলেছি। অনুনয় করি তোমায়, আমরা যেন ভালবাসা দিয়ে সবাইকে আপন করে নিই, এবং সমাজে অবহেলিত, অভাবগ্রস্ত ও অসহায় মানুষের কাছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে এই প্রার্থনা করি। আমেন।